**এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় পক্ষের কৃষি**

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, আপনাদের সবার জন্য বাংলা ১৪২৭ নতুন বছরে করোনামুক্ত সুস্থ জীবনের শুভ কামনা। প্রিয় কৃষক, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এসময় জমি তৈরি, ফসলের পরিচর্যা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অন্যান্য কৃষি কাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন ও সামাজিক দূরত্ব (পরস্পরের থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব) বজায় রাখুন। আসুন জেনে নেই এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় পক্ষে কৃষির করণীয় দিকগুলো সম্পর্কে।

[**বোরো ধান**](http://ais.gov.bd/ViewPage_Danadar.aspx?articleId=+1+%20&TB_iframe=true&height=600&width=800): দেরিতে বোরো ধানের চারা রোপণ করে থাকলে জমিতে চারার বয়স ৫০ থেকে ৫৫ দিন হলে অর্থাৎ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে শেষ কিস্তির ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। তবে কেউ যদি দানাদার ইউরিয়ার পরিবর্তে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করে থাকেন তবে ইউরিয়ার উপরিপ্রয়োগের প্রয়োজন নেই।  জমিতে আগাছা পরিষ্কার করা, সেচ দেয়া, বালাই দমন এসব কাজ সঠিকভাবে করতে হবে। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এসময় বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামি গাছ ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। পোকা দমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকার আক্রমণ রোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আলোর ফাঁদ পেতে, পোকা ধরার জাল ব্যবহার করে, ক্ষতিকর পোকার ডিমের গাদা নষ্ট করে, উপকারী পোকা সংরক্ষণ করে, ক্ষেতে ডাল-পালা পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ধানক্ষেত বালাই মুক্ত করা প্রয়োজন। এসব উপায়ে পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা না গেলে শেষ উপায় হিসেবে কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায়, সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে। এ সময় ধান ক্ষেতে বাদামি দাগ রোগ, ব্লাস্ট, পাতাপোড়া ও টুংরো রোগসহ অন্যান্য রোগ হতে পারে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে হেক্টরপ্রতি ৪০০ গ্রাম টুরুপার বা জিল বা নেটিভো বা ব্লাস্টিন ৭ থেকে ১০ দিনের ব্যবধানে দুইবার প্রয়োগ করতে হবে। আর টুংরো রোগ দমনের জন্য এর বাহক পোকা সবুজ পাতা ফড়িং দমন করতে হবে।

**আউশ ধান:** এসময় রোপা আউশ ধানের বীজ তলা তৈরি করার উপযুক্ত সময়। ভালো ফলনের জন্য ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৫, ব্রি হাইব্রিড ধান৭ জাতের বীজ এপ্রিল মাসের মধ্যেই আদর্শ বীজতলায় বপণ করতে হবে। ১৫ থেকে ২০ দিন বয়সের চারা মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে রোপন করা প্রয়োজন। সঠিক নিয়মে জমি তৈরি করে সুষম মাত্রায় সার দিয়ে প্রতি গোছায় ২টি করে চারা ৮ ইঞ্চি x৬ ইঞ্চি দূরত্বে রোপন করতে হবে।

**ভুট্টা** : জমিতে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ গাছের মোচা খড়ের রঙ ধারণ করলে এবং পাতার রঙ কিছুটা হলদে হলে মোচা সংগ্রহ করতে হবে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে শুকনো আবহাওয়ায় মাঠ থেকে মোচা বা কব কেটে নিয়ে বাড়িতে আসার পর ভালোভাবে শুকানো, মাড়াই, ঝাড়াই ইত্যাদি কাজগুলো করে বিপনন করতে হবে। অবশিষ্ট ভুট্টা পরবর্তীতে বিক্রয়ের জন্য সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করা না হলে ক্ষতি হতে পারে। এজন্য সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

**মুগ ডাল:** এসময় মুগ ডালে থ্রিপস, ফুল ও ফলের ছেদক পোকার আক্রমন হতে পারে। গাছে ফূল ধরা শুরু হলেই থ্রিপসের আক্রমন হয়ে থাকে। বিশেষকরে গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় এদর আক্রমন বেশি হয়। গাছে ফূল আসলেই পোকার আক্রমন বুঝে ইমিডাক্লোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (এডমায়ার বা ইমিটাফ বা অন্য নামের) প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ফুল ও ফলের ছেদক পোকা গাছে ফূল ধরার সময় থেকে ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্ব পযন্ত এ পোকার আক্রমন হয়ে থাকে। প্রথমে এরা ফূল খেয়ে তাকে মুড়িয়ে এবং জড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে। পরে ফল ছিদ্র করে বীজ খেয়ে ফেলে। আক্রমনের ব্যাপকতা বেশি হলে থায়ামিথক্সাম + ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল এর মিশ্রন (ভিরতাকো ৪০ ডব্লিউ জি) প্রতি লিটার পানিতে ০.১৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

[**পাট**](http://ais.gov.bd/ViewPage_Danadar.aspx?articleId=+63+%20&TB_iframe=true&height=600&width=800): এসময় পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনী তোষা বা বিজেআরআই দেশী পাট ৮ ভালো জাত। স্থানীয় বীজ ডিলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জাতগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে তোষা পাট ভালো হয়। বীজ বপনের আগে প্রতি কেজি বীজ ৪ গ্রাম প্রভেক্স বা ১৫০ গ্রাম রসুন পিষে বীজের সঙ্গে মিশিয়ে শুকিয়ে নিয়ে জমিতে সারিতে বা ছিটিয়ে বুনতে হবে। সারিতে বুনলে প্রতি শতাংশে ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। তবে ছিটিয়ে বুনলে আরেকটু বেশি অর্থাৎ ৩৫ থেকে ৪০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। ভালো ফলনের জন্য  শতাংশপ্রতি ৮০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার শেষ চাষের সময় মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। জমিতে সালফার ও জিংকের অভাব থাকলে জমিতে সার দেয়ার সময়  শতাংশপ্রতি ৪০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০  কেজি দস্তা সার দিতে হবে। শতাংশপ্রতি ২০ কেজি গোবর সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ অনেক কম লাগে। আগে বোনা পাটের জমিতে আগাছা পরিষ্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কাজগুলো যথাযথভাবে করতে হবে। তোষা পাটের পাতলা করা গাছ শাক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ সময় পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেচ দিয়ে মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা দমন করতে হবে। চেলা পোকা আক্রান্ত গাছগুলো তুলে ফেলে দিতে হবে এবং জমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

[**শাকসবজি**](http://ais.gov.bd/E_Kreshi_Sabji.aspx): এসময় বসতবাড়ির বাগানে বা ফাঁকা জায়গায় ডাঁটা, কমলিশাক, পুঁইশাক, করলা, ঢেঁড়স, বেগুন, পটোল চাষের উদ্যোগ নিতে হবে। তাছাড়া মাদা তৈরি করে চিচিঙা, ঝিঙা, ধুন্দুল, শসা, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়ার বীজ বুনে দিতে পারেন। আগের তৈরি করা চারা থাকলে ৩০ থেকে ৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন। এ সময়ের অধিকাংশ সবজিই লতানো, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাচা তৈরি করে নিতে হবে। লতানো সবজির দৈহিক বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যায়। সেজন্য গাছের বাড়বাড়তি বেশি হলে লতার-গাছের ১৫ থেকে ২০ শতাংশের পাতা লতা কেটে দিতে হবে। এতে গাছে তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল ধরবে। কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুণভাবে সহায়তা করবে। গাছে ফুল ধরা শুরু হলে প্রতিদিন ভোর বেলা সদ্য ফোটা পুরুষ ফুল সংগ্রহ করে পাপড়িগুলো ফেলে দিয়ে পরাগমু-টি স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে ঘষে হাতপরাগায়ন নিশ্চিত করলে ফলন অনেক বেড়ে যাবে। এ সময় কুমড়া জাতীয় ফসলে মাছি পোকা দারুণভাবে ক্ষতি করে থাকে। এক্ষেত্রে জমিতে খুঁটি বসিয়ে খুঁটির মাথায় বিষটোপ ফাঁদ দিলে বেশ উপকার হয়। এছাড়া সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করেও এ পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়। এসময় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমন হতে পারে। এজন্য অনুমোদিত মাত্রায় সঠিক বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে। তবে মরিচসহ যেকো সবজি ক্ষেতে পোকা নিয়ন্ত্রণে জৈব কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত।

[**গাছপালা**](http://ais.gov.bd/E_Fall.aspx): এসময় আমের মাছি পোকাসহ অন্যান্য পোকার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। মাছি পোকা দমনের জন্য সবজি ক্ষেতে যে রকম বিষটোপ ব্যবহার করা হয় সে ধরনের বিষটোপ বেশ কার্যকর। এসিমিক্স, ডিপটরেক্স, ডারসবান, ডেনকাভেপন সামান্য পরিমাণ দিলে উপকার পাওয়া যায়। এ সময় কাঁঠালের  নরম পঁচা রোগ দেখা দেয়। এলাকায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব থাকলে ফলে রোগ দেখা দেয়ার আগেই নিউবেন ৭২ ডব্লিউপি  ফলিকুল ০.০৫% হারে বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা রিডোমিল এম জেড-৭৫ প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৩ বার স্প্রে করতে হবে। নারিকেলের চারা এখন লাগাতে পারেন। ভালো জাতের সুস্থ সবল চারা ৬ থেকে ৮ মিটার দূরে লাগানো যায়। গর্ত হতে হবে দৈর্ঘে ১ ফুট, প্রস্থে ১ ফুট এবং গভীরতায় ১ ফুট। নারিকেলের চারা রোপণের ৫ থেকে ৭ দিন আগে প্রতি গর্তে জৈবসার ১০ কেজি, টিএসপি ৭৫০ গ্রাম, এমওপি ৫৫০ গ্রাম এবং জিপসাম ৫০০ গ্রাম ভালোভাবে গর্তের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজতলা থেকে যেদিন চারা উঠানো হবে সেদিনই জমিতে চারা রোপণ করা সবচেয়ে ভালো। অন্যথায় যতদ্রুত সম্ভব চারা রোপন করতে হবে। চারা রোপণের সময় চারাটিকে এমনভাবে গর্তে বসিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে যাতে নারিকেলের পিঠের কেবল ইঞ্চিখানেক মাটির উপরে ভেসে থাকে। ভালো ফলনের জন্য এ সময় ফলদ গাছের প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে হবে। গাছের পরিচর্যা, আগাছা দমন, প্রয়োজনীয় সেচ দিলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। বৃষ্টি হয়ে গেলে পুরাতন বাঁশ ঝাড় পরিষ্কার করে কম্পোস্ট সার দিতে হবে এবং এখনই নতুন বাঁশ ঝাড় তৈরি করার কাজ হাতে নিতে হবে।

কৃষির যেকোন সমস্যা সমাধানের জন্যআপনার এলাকায় নিয়োজিত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। তবে এসময় করোনা পরিস্থিতির জন্য মোবাইল ফোনে বা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে (জেলা, উপজেলা ও ব্লক পযায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে) পরামর্শ নিতে পারেন। তাছাড়াও কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বর বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে যেকোন মোবাইল অপারেটর থেকে কল করে জেনে নিতে পারেন কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ।

মোঃ মনিরুল ইসলাম

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝালকাঠি